JULDIA MARINE ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION

Hometown Complex; 87, New Eskaton Road, Level-12, Dhaka-1000, Bangladesh.
Web: www.juldians.org, E-mail: ashraf.noor09@gmail.com,
Tel +8802 9359516, Mob: +8801711404826

Date:.....................

স্মারকলিপি

DIR	CESS	CNS
Ch. Ex (E)	Ch. Ex (N)	Exm (E)
Exm (N)	DD (R&D)	DD (S)
SOMS	Ch. Chem	Chem
P.O	C.I	S.O
Co-Ord-01	INS (H.O)	Co-Ord-02
AD (Ad)	A.O	Asstt. Chem

তারিখঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং

বরাবর

মহাপরিচালক,

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ মেরিটাইম সেক্টরের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্মারকলিপি প্রদান।

মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশের সমুদ্রগামী জাহাজে অফিসার ক্যাডেট প্রশিক্ষণের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী। বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে দেশি বিদেশী অনেক স্বনামধন্য কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছেন। বিদেশী জাহাজে কর্মরত মেরিনারদের বৈদেশিক মুদ্রা তাদের নিজেদের স্বচ্ছলতার পাশাপাশি দেশের রেমিটেন্সেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতি বছর দেশের অর্জিত রেমিটেন্সের প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার বা ১৬০০ কোটি টাকা যোগ হচ্ছে মেরিনারদের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পেশাগত জীবনে মেরিনাররা নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যার অন্যতম হচ্ছে চাকুরী সংকট। সরকারী এবং বেসরকারী একাডেমি মিলিয়ে প্রতিবছর পাস-আউট হচ্ছে প্রায় ১০০০ মেরিন ক্যাডেট অফিসার । বর্তমান বছরসহ গত কয়েকটি শিক্ষাবর্ষে মেরিন একাডেমীসহ প্রাইভেট একাডেমীতে যে পরিমাণ ক্যাডেট ভর্তি করানো হচ্ছে সে তুলনায় দেশি-বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না । ব্যাঙের ছাতার মত প্রাইভেট একাডেমীও অনুমোদন পেয়েছে। কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা না করে এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে কেবলমাত্র সংখ্যার প্রতি প্রাধান্য দিয়েই ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী থেকে প্রথম ৪০ টি ব্যাচে

16.2.16

2866 16/02/16

নিজ লিপি নং.............. তাং..............
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
ঢাকা।

Scanned by CamScanner

JULDIA MARINE ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION
Hometown Complex; 87, New Eskaton Road, Level-12, Dhaka-1000, Bangladesh.
Web: www.juldians.org, E-mail: ashraf.noor09@gmail.com,
Tel +8802 9359516, Mob: +8801711404826

Date:....................

২৪১২ জন ক্যাডেট পাসড-আউট হয়েছে এবং পরবর্তী ১০ টি ব্যাচে ১৮৭৫ জন পাসড-আউট হয়েছে যা কোনভাবেই বর্তমান চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশি মেরিনারদের ভিসা সমস্যার কারণে বিদেশি কোম্পানীগুলোতে যোগদান করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেরিনারদের জন্য On Arrival Visa বা "OK TO BOARD" এর সুবিধা থাকলেও বাংলাদেশী মেরিনাররা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত । দেশীয় জাহাজের সংখ্যা বিগত ২ বছরে ৭০টি থেকে বর্তমানে ২৮ টিতে এসে দাড়িয়েছে । তার উপর কিছু অসাধু এজেন্সি সনদ (COC & CDC) জালিয়াতির মাধ্যমে অদক্ষ নাবিক নিয়োগ দিচ্ছে । পরবর্তীতে এসকল সনদ যখন জাল হিসেবে প্রমানিত হচ্ছে তখন বিদেশী কোম্পানীগুলো বাংলাদেশী নাবিক নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে আমরা বিশ্ববাজারে আমরা পিছিয়ে পড়ছি একই সাথে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের সুনামই শুধু নষ্ট হচ্ছে না অধিকন্তু বাংলাদেশের নাবিকরা বিদেশী জাহাজের চাকুরী হারাচ্ছে।

এক শ্রেণীর অসাধু শিপ ম্যানিং এজেন্সী ভূয়া নাবিকদের জাল সনদ দিয়ে জাহাজে নিয়োগের মাধ্যমে বিদেশে মানুষ পাচার করছে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকে নাবিক নেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কিছু কোম্পানী এবং এজেন্সী তাদের জাহারে অফিসার এবং ক্রুদের বেতন সময়মত পরিশোধ না করে নানা অজুহাতে মাসের পর মাস তাদেরকে হয়রানি করছে। অথচ কোথাও কোন অভিযোগ করার অবস্থান নেই কারণ এরা শিপিং অফিসের আর্টিকেলভুক্ত না হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে।

খুব অল্প সময়ে যে সমস্ত প্রাইভেট একাডেমীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা ১০০% চাকরীর নিশ্চয়তা দিয়ে ক্যাডেট ভর্তি করালেও দুই একটি একাডেমী ছাড়া কেউ তা পূরণ করতে পারছে না। ফলে অনেক সাধারণ অভিভাবক তাদের সন্তানদের জন্য ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতারিত হচ্ছেন। উপরোল্লিখিত কারণে বর্তমানে প্রায় ৬০০ এর অধিক ক্যাডেট এবং ৪০০ জুনিয়র অফিসার বেকার। ২০১৬ সালে ১৬০০ ক্যাডেট তাদের পেশাগত জীবনে প্রয়োজনীয় সি-টাইমের জন্য লড়বে। অথচ দেশীয় মাত্র ২৮টি জাহাজে মাত্র ১২০ জন ক্যাডেট এর সি-টাইম করা সম্ভব। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ক্যাডেটের সি-টাইম সমাপ্ত করার কোন ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক পেশা হওয়ার কারণে একজন ক্যাডেট বা জুনিয়র অফিসার এর পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাকুরীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব এজন্য প্রয়োজন সরকারী এবং বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা।

Scanned by CamScanner

JULDIA MARINE ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION

Hometown Complex; 87, New Eskaton Road, Level-12, Dhaka-1000, Bangladesh.
Web: www.juldians.org, E-mail: ashraf.noor09@gmail.com,
Tel +8802 9359516, Mob: +8801711404826

Date:....................

একটি স্বার্থান্বেষী মহল ফিশারিজ ছাত্রদেরকে সরাসরি সি ডি সি (Continuous Discharge Certificate) প্রদান করে বাণিজ্যিক জাহাজে অনুপ্রবেশ ঘটানোর দাবি জানাচ্ছে যা শুধু অযৌক্তিকই নয় এবং দেশের জন্য আত্মঘাতীও বটে। ১৪ সা ৫৮ রয়েছে।-যদি ফিশারিজ একাডেমীর ছাত্রদেরকে পাশ করার পর সরাসরি সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি প্রদান করা হয় তাহলে ফিশিং সেক্টর দক্ষ জনবলহীন হয়ে পড়বে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের BLUE ECONOMY বাস্তবায়ন দারুনভাবে ব্যাহত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত প্রচেষ্টায় আমরা ভারত ও মায়ানমার এর কাছ থেকে বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি যা EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE(EEZ) নামে পরিচিত। এই বিশাল EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE এ রয়েছে বিপুল পরিমান মৎস্য সম্পদ যা আহরণ ও সংরক্ষন এর দয়িত্ব পড়ে মেরিন ফিশারিজ একাডেমীর ছাত্রদের উপর। বাংলাদেশের EEZ থেকে প্রতি বছর INDIA, MYANMAR ও THAILAND অবৈধভাবে প্রচুর মাছ ধরে নিয়ে যায়। যার পরিমান প্রায় ১০লক্ষ টনের উপরে। প্রতি টন মাছের মূল্য $১০০ ইউ এস ডলার ধরে হিসেব করলে মোট মূল্যমাণ আসে ১০০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার অর্থাৎ ৮০০ কোটি টাকা। উল্ল্যেখ্য বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩৬ টি ফিশিং জাহাজে মাত্র ৯৩ জন ফিশিং সনদধারী স্কিপার ও ১১২ জন ফিশিং সনদ ধারী ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ৬০% পদ শূন্য রয়েছে। যদি ফিশারিজ একাডেমীর ছাত্রদেরকে পাশ করার পর সরাসরি সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি প্রদান করা হয় তাহলে ফিশিং সেক্টর দক্ষ জনবলহীন হয়ে পড়বে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের BLUE ECONOMY বাস্তবায়ন দারুনভাবে ব্যাহত হবে।

আন্তর্জাতিক পেশা হওয়ার কারণে বাংলাদেশি নাবিকেরা দেশি জাহাজ ছাড়াও বিদেশি জাহাজে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিদেশি নাবিকদের মতো সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকার পরও বাংলাদেশি নাবিকেরা UAE, SINGAPORE, HONGKONG, USA এর মতো সমৃদ্ধ মেরিটাইম দেশের ভিসা পাচ্ছে না। এমনকি প্রতিবেশি দেশ ভারত থেকেও বাংলাদেশি নাবিকদের জাহাজে যোগদানের কোনো সুব্যবস্থা নেই।

এর ফলে বাংলাদেশি নাবিকদের এক বড় অংশ বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ হারাচ্ছে। যার ফলে প্রতি বছর দেশ হারাচ্ছে মোটা অঙ্কের রেমিটেন্স। উল্ল্যেখ্য, একজন সাধারন নাবিক এর পাঠানো রেমিটেন্স, একজন সাধারন প্রবাসির পাঠানো রেমিটেন্স এর প্রায় ১০ গুন।

শুধুমাত্র ভিসা সমস্যার কারনে অধিকাংশ বিদেশী স্বনামধন্য কোম্পানি বাংলাদেশি নাবিকদের চাকরি প্রদানে অনাগ্রহী। সুতরাং কূটনৈতিক আলচনার মাধ্যমে ভিসা সমস্যা সমধান করতে পারলে অধিকাংশ নাবিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

Scanned by CamScanner

JULDIA MARINE ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION

Hometown Complex; 87, New Eskaton Road, Level-12, Dhaka-1000, Bangladesh.
Web: www.juldians.org, E-mail: ashraf.noor09@gmail.com,
Tel +8802 9359516, Mob: +8801711404826

Date:....................

বিদেশি কোম্পানিগুলো থেকে যদি নাবিকদের OK TO BOARD এর ছাড় নেয়ার সুব্যবস্থা করা যায় তাতেও সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে। এক্ষেত্রে মেরিটাইম সমৃদ্ধ দেশ সমুহের বাংলাদেশি দূতাবাসে MARINE EXPERT/AGENT নিয়োগ প্রদান করলে দেশি নাবিকেরা অনেক উপকৃত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে নাবিকদের হাতে এখনও হাতে লেখা CDC দেয়া হচ্ছে। নাবিকদের জন্য তাই মেশিন রিডেবল CDC ও COC চালু করলে এবং বিমানবন্দরে নাবিকদের জন্য আলাদা বুথ রাখলে (CDC ও COC ভেরিফিকেশন এর জন্য) এই সনদ জালিয়াতির আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

এই সমস্যা সমাধানে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছিঃ-

1. BANGLADESH MARCHENT SHIPPING ORDINANCE 1983 **এর** 237(2)(B) **নং ধারায় বর্ণিত** MARITIME ADVISORY COMMITTEE **এর আলোকে একটি কমিটি গঠন পূর্বক বিদেশি কোম্পানিতে আবেদন করে চাকুরীর বাজার সম্প্রসারন করতে হবে।**
2. **জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মেরিটাইম সেক্টরেরে সামগ্রিক অগ্রগতি দেখাশোনার জন্য আলাদা একটি কমিশন গঠন করতে হবে।**
3. **বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে** INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION(IMO) **এর আইন সমূহের প্রয়োগ শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।**
4. মার্চেন্ট মেরিন সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টতাহীন ফিশারিজ একাডেমির ছাত্রদের সি.ডি.সি প্রদানের অপচেষ্টা বন্ধ করা হোক; কারণ বাণিজ্যিক জাহাজে যোগদানের ক্ষেত্রে যে প্রশিক্ষণ (STCW-10) প্রয়োজন, ফিশারিজ একাডেমীর প্রশিক্ষণ (STCW-F) এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
5. জাল সি.ডি.সি বন্ধে ও উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলানোর জন্য অতি দ্রুত মেশিন রিডেবল সি.ডি.সি চালু করা হোক।
6. জাল সি.ডি.সি প্রণয়নকারী চিহ্নিত অসাধু চক্রকে এবং নাবিক ও প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্তরের চিহ্নিত অসাধু সরকারি কর্মচারীকে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হোক।
7. মেরিনারদের আরেক বিভীষিকা "ভিসা সমস্যা" এর আশু সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ ও দ্রুত আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হোক এবং বাংলাদেশী নাবিকদের জন্য "OK TO BOARD" সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মেরিটাইম সেক্টর আজ ধ্বংসের মুখে। এই সেক্টরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে কোনো মোটা অঙ্কের বাজেটের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র প্রয়োজন সরকার এর সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা আর কূটনৈতিক পদক্ষেপ।
8. আমরা আশা করি, উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের মেরিটাইম সেক্টরকে বাঁচাতে এবং স্বপ্নের** BLUE ECONOMY **বাস্তবায়ন করতে গণতন্ত্রের মানসকন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন।**

এই কামনায়,

জুলদিয়া মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।(প্রস্তাবিত)

Scanned by CamScanner